অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

Website: www.xiclassadmission.gov.bd

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সাধারণ নির্দেশনা

►গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল কলেজ/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে।

► ২৬ মে হতে ১১ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে। **অনলাইন আবেদন পোর্টালঃ** www.xiclassadmission.gov.bd

► ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সময়সূচি, ভর্তি নির্দেশিকা, আবেদনের নিয়মাবলী এবং ফলাফল নির্ধারিত ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd থেকে জানা যাবে।

► এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন ধারা/নিয়মাবলীর সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করার অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

► অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (কলেজ/ মাদ্রাসা) আবেদনের জন্য ১৫০/- (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) আবেদন ফি প্রযোজ্য হবে। আবেদন ফি অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। অনলাইন আবেদন পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত পেমেন্ট গেইটওয়ে (সোনালী সেবা এবং SSLCOMMERZ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক, কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং (যেমন বিকাশ, নগদ, রকেট, ইত্যাদি) ব্যবহার করে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

► সর্বোচ্চ ১০টি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে, তবে- একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিফট/ভার্সন/গ্রুপে আবেদন করা যাবে।

► ইন্টারনেটে (অনলাইন) আবেদনে শিক্ষার্থীর কোন তথ্য অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন/চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল করার অধিকার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

► আবেদনকারী শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কোটার জন্য যোগ্য হলে অনলাইন আবেদনের সময় তা যথাযথভাবে উল্লেখ করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করবে। কলেজ নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর অনলাইন আবেদনে উল্লেখিত কোটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় কোটা সংক্রান্ত যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ভর্তি বাতিল হবে।

► প্রথমবার আবেদনের সময় শিক্ষার্থীকে অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে একটি Account তৈরি করতে হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টালে গিয়ে প্রথমে EDU আইডির জন্য আবেদন করতে হবে। EDU আইডির আবেদন ফর্ম পূরণ করার সময় শিক্ষার্থীকে নিজের/অভিভাবকের একটি মোবাইল নম্বর দিতে হবে। মোবাইল নম্বরটি সঠিকভাবে প্রদান করা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কেননা পরবর্তীতে আবেদন এবং ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই নম্বরটির প্রয়োজন হবে এবং ভর্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি এই নম্বরে পাঠানো হবে। EDU আইডি সফলভাবে তৈরি হলে প্রদত্ত মোবাইল নাম্বারে একটি অস্থায়ী পাসওয়ার্ড যাবে। EDU আইডি (ইউজার নেম হিসাবে) এবং উক্ত অস্থায়ী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে প্রথমবার লগইন করা যাবে। প্রথমবার লগইন করার পর শিক্ষার্থীকে নিজের পছন্দ মত পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে।

► অনলাইন আবেদন পোর্টালে Account তৈরির সময় একাধিক শিক্ষার্থীর জন্য একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বর ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে।

► অনলাইন আবেদনের সময় শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিফট/ভার্সন/গ্রুপ অনুযায়ী তার পছন্দক্রম সরাসরি ইনপুট দিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী তার পছন্দক্রম বিবেচিত হবে।

► আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বার কলেজের পছন্দক্রম ও কলেজ পরিবর্তন করা যাবে। প্রথম পর্যায়ের আবেদনের তারিখ ২৬ মে হতে ১১ জুন, ২০২৪। তবে প্রাথমিক নিশ্চায়নের পর আবেদনে আর কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

► মোট ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। একজন শিক্ষার্থীকে তার মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমানুযায়ী একটি মাত্র কলেজের জন্য নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অনলাইনে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৩৫/- টাকা (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করবে। এক জন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশনের জন্য বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য হলে, মাইগ্রেশন সর্বদাই শিক্ষার্থীর পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে। তবে শিক্ষার্থীরা চাইলে নিজ Account এ লগইন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশনের অপশনটি যেকোন পর্যায়ের জন্য খোলা অথবা বন্ধ রাখতে পারবে।

১। ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচনঃ

১.১ ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণসহ অন্যান্য বছরের শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে।

১.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর উপবিধান (১.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ-এ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে, যথাঃ

i) সাধারণ শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি। তবে বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য গ্রুপে একবার ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে আর বিজ্ঞান গ্রুপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না;

(খ) মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি এবং

(গ) ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপের যে কোনটি।

ii) মাদ্রাসা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(খ) সাধারণ গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(গ) মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(ঘ) দাখিল (ভোক) গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি।

iii) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেঃ

(ক) এসএসসি (ভোক)/দাখিল (ভোক) গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি।

iv) যে কোন বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সংগীত গ্রুপ এর যে কোনটি।

v) সকল বোর্ড এর সকল গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইসলামিক স্টাডিজ -এ আবেদন করতে পারবে।

২। ভর্তির আবেদন দাখিলের জন্য করণীয়ঃ

অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, এক্ষেত্রে নিচে প্রদত্ত ধাপসমূহ ২.১-২.৪ অনুসরণ করতে হবে।

ধাপসমূহ	অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনের জন্য করণীয়
২.১ অনলাইন আবেদন পোর্টালে Account তৈরি	Account তৈরির প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ননা করা হল।

	(ক) অনলাইন আবেদন পোর্টাল (www.xiclassadmission.gov.bd) এর সাইন আপ link-এ ক্লিক করলে EDU আইডি এর জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। (খ) প্রথমে শিক্ষার্থীর ধরন নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে বোর্ডের নাম, পাশের সাল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, এবং রোল নম্বর প্রদান করে জমা (Submit) দিলে শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য দেখাবে। (গ) মোবাইল নম্বর এবং জন্ম নিবন্ধন নম্বর (ঐচ্ছিক) প্রদান করে জমা (Submit) দিলে EDU আইডি তৈরী হবে, এবং একটি অস্থায়ী পাসওয়ার্ড প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে প্রেরন করা হবে। (ঘ) EDU আইডি (ইউজার নেম হিসাবে) এবং মোবাইলে প্রাপ্ত অস্থায়ী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে প্রথমবার লগইন করা যাবে। (ঙ) প্রথমবার লগইন করার পর শিক্ষার্থীকে নিজের পছন্দ মত পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে।
২.২ আবেদন দাখিল করা	(ক) লগইন করে Student Dashboard এ যেতে হবে। এবার Dashboard এর সাইডবারের আবেদন মেনু থেকে "আবেদন ফি জমা দিন"-এ ক্লিক করলে পেমেন্ট গেইটওয়ে গুলো (সোনালী সেবা এবং SSLCOMMERZ) দেখা যাবে। (খ) যেকোন একটি পেমেন্ট গেইটওয়ের মাধ্যমে ব্যাংক, কার্ড, অথবা মোবাইল ব্যাংকিং (যেমন বিকাশ, নগদ, রকেট, ইত্যাদি) ব্যবহার করে আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। (গ) আবেদন ফি প্রদানের পর সাইডবার থেকে "আবেদন করুন"-এ ক্লিক করলে আবেদন জমা দেয়ার Window দেখা যাবে। এই Window থেকে পছন্দমত কলেজ বাছাই করে আবেদন জমা দিতে হবে। লক্ষ্যনীয় যে, শুধুমাত্র ওই সমস্ত শিফট/ভার্সন/গ্রুপ সমূহই শিক্ষার্থী তার আবেদনে সময় দেখতে পাবে যেগুলি বাছাই করার ন্যূনতম যোগ্যতা তার রয়েছে। (ঘ) আবেদন করার পর সাইডবার থেকে "আবেদন দেখুন"-এ ক্লিক করলে আবেদনকৃত কলেজ সমূহ ও পছন্দক্রম দেখা যাবে। (ঙ) আবেদনকারী চাইলে তার আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ Download করে প্রিন্ট (Print) করতে পারবে ।
২.৩ কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	(ক) শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% (অনলাইন আবেদন পোর্টালে EQ1 হিসাবে চিহ্নিত) এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% (অনলাইন আবেদন পোর্টালে EQ2 হিসাবে চিহ্নিত) সহ মোট ২% শিক্ষা কোটা (EQ) মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। এই শিক্ষা

	কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় EQ1/EQ2 কোটা Select করতে হবে। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসনসমূহ কার্যকরী থাকবে না। ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এঁর দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা কোটার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (খ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য Freedom Fighter কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী Freedom Fighter কোটা Select করবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন সংরক্ষিত থাকবে না। এই কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে **যথাযথ কর্তৃপক্ষ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালায়) কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল সনদ পত্র থাকতে হবে** এবং পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (গ) যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা (SQ) অনুমোদিত আছে- সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সন্তানগণ এই বিশেষ কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে। এই কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় SQ কোটা Select করতে হবে। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহ বিশেষ কোটা আবেদনকারীদের আবেদন নিশ্চিত করবেন।
২.৪ পছন্দক্রম পরিবর্তন	একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বার অনলাইন আবেদন পোর্টালে লগইন করে কলেজের পছন্দক্রম এবং কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে।

৩। মেধামান নির্ধারণঃ

৩.১ একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৪ অনুসরণপূর্বক ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও মেধামান নির্ণয় করা হবে। আবেদনকারীদের বিভিন্ন কলেজ/মাদ্রাসা/সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গ্রুপ/শিফট/ভার্সন, আসন সংখ্যা, তার প্রদত্ত পছন্দক্রম এর ভিত্তিতে এবং নিম্ন বর্ণিত (ধারা-৩.২-৩.৪) নিয়মানুযায়ী মেধামান নির্ধারণপূর্বক একজন আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত করা হবে।

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। মোট ৫% আসন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% সহ মোট ২% কোটা (EQ) মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে কোটার আসন কার্যকরী থাকবে না, অর্থাৎ উক্ত আসনে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা কোটার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র ভর্তির সময় দাখিল করতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ম্যানুয়ালি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রবাসীদের সন্তান/বি.কে.এস.পি. থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী/খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠানে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম জিপিএ এক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হবে) ভর্তির ব্যবস্থা নিবে। উল্লেখ্য যে, যারা উপরের বর্ণনামতে ম্যানুয়ালি আবেদন করবে, তারা একইসাথে সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমেও আবেদন করতে পারবে।

৩.৩ (ক) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

(খ) সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।

(গ) বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঘ) দফা গ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঙ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(চ) এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

৩.৪ স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূণ্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান ৩.২ ও ৩.৩ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে।

৪। ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, প্রকাশ এবং মাইগ্রেশনঃ

মোট ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। প্রাথমিক নিশ্চায়ন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চালনা করা হবে অর্থাৎ প্রাথমিক নিশ্চায়নের পরও সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার একজন শিক্ষার্থীর কলেজ নির্বাচন পরিবর্তন হতে পারে। প্রতি পর্যায়ে পছন্দক্রমানুযায়ী অটোমাইগ্রেশন হবে এবং মাইগ্রেশন সর্বদাই পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী তার আবেদনের সময় দেয়া কলেজ পছন্দক্রম ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল, কোটা, ইত্যাদির ভিত্তিতে শুধুমাত্র ১টি কলেজেই নির্বাচিত হবে।
- নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অনলাইন আবেদন পোর্টালের মাধ্যমে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৩৫/- (তিন শত পঁয়ত্রিশ) টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করবে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ৩৩৫/- (তিন শত পঁয়ত্রিশ) টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন নিশ্চায়ন করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীর নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। আবেদন বাতিলকৃত শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য পুনরায় আবেদন ফি জমা দিয়ে নতুন ভাবে আবেদন করতে পারবে।
- যে সকল শিক্ষার্থী আবেদনকৃত কোন কলেজেই সিলেকশন পাবে না তারা পুনরায় আবেদন ফি ব্যতীত এবং যারা ইতোপূর্বে কোন কলেজেই আবেদন করে নাই তারা আবেদন ফি জমা দেয়া সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবে।
- ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট তারিখে শিক্ষার্থীদেরকে SMS-এর মাধ্যমে ফলাফল জানানো হবে। তাছাড়াও শিক্ষার্থীগণ ভর্তির ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd থেকে ভর্তির বিস্তারিত ফলাফল জানতে পারবে।

৫। কলেজে ভর্তিঃ নির্ধারিত তারিখে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিশ্চায়িত শিক্ষার্থীদের তালিকা ভর্তি ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ডাউনলোড করে তা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। অতঃপর ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখে শিক্ষার্থী কলেজে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুমোদিত ফি জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করবে।

৬। ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে) **** অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহে শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী অটো মাইগ্রেশন প্রযোজ্য।**	২৬/০৫/২০২৪ (রবিবার) থেকে ১১/০৬/২০২৪ (মঙ্গলবার)

৬.২	আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি	১২/০৬/২০২৪ (বুধবার) থেকে ১৩/০৬/২০২৪ (বৃহস্পতিবার)
৬.৩	শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	১২/০৬/২০২৪ (বুধবার) থেকে ১৩/০৬/২০২৪ (বৃহস্পতিবার)
৬.৪	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	১২/০৬/২০২৪ (বুধবার) থেকে ১৩/০৬/২০২৪ (বৃহস্পতিবার)
১৪/০৬/২০২৪ তারিখ থেকে ১৮/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ঈদুল-আজহা উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.৫	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	২৩/০৬/২০২৪ (রবিবার বিকাল ৮:০০ টায়)
৬.৬	শিক্ষার্থীর **নির্বাচন** নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের **নির্বাচন** এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	ফল প্রকাশের পর থেকে ২৯/০৬/২০২৪ (শনিবার রাত ৮:00 টা পর্যন্ত)
৬.৭	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	৩০/০৬/২০২৪ (রবিবার) থেকে ০২/০৭/২০২৪ (মঙ্গলবার রাত ৮:০০পর্যন্ত)
৬.৮	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	০৪/০৭/২০২৪ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.৯	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	০৪/০৭/২০২৪ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১০	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর **নির্বাচন** নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের **নির্বাচন** এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	০৫/০৭/২০২৪ (শুক্রবার) থেকে ০৮/০৭/২০২৪ (সোমবার রাত ৮:০০ পর্যন্ত)
৬.১১	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	০৯/০৭/২০২৪ (মঙ্গলবার) থেকে ১০/০৭/২০২৪ (বুধবার)
৬.১২	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১২/০৭/২০২৪ (শুক্রবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৩	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১২/০৭/২০২৪ (শুক্রবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৪	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর **নির্বাচন** নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের **নির্বাচন** এবং আবেদন বাতিল হবে)	১৩/০৭/২০২৪ (শনিবার) থেকে ১৪/০৭/২০২৪ (রবিবার)

৬.১৫	ভর্তি	১৫/০৭/২০২৪ (সোমবার) থেকে ২৫/০৭/২০২৪ (বৃহস্পতিবার)
৬.১৬	ক্লাস শুরু	৩০ জুলাই, ২০২৪ (মঙ্গলবার)

বিঃ দ্রঃ অনলাইন ব্যতীত ম্যানুয়ালি কোন ভর্তি কার্যক্রম করা হবে না।

২২/০৫/২০২৪

(অধ্যাপক তপন কুমার সরকার)

সভাপতি

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

ও

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।